মুম্বইয়ে বনধে থমকে অটো।

বিয়ের জন্য ধর্ম বদলে আপত্তি ভাগবতের

নয়াদিল্লি, ১১ অক্টোবর : ধর্মান্তরণ নিয়ে ফের সমালোচনায় সরব হলেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘে প্রধান মোহন ভাগবত। তাঁর মতে, বিয়ের জন্য হিন্দু ছেলেমেয়েরা যে ধর্মান্তরিত হন, সেটা একেবারেই ঠিক নয়। ক্ষুদ্র ব্যক্তিগত স্বার্থ চরিতার্থ করতে এই ভুলটা যাতে পুত্র-কন্যারা না করেন, সেই বিষয়ে বাবা-মায়েদের সচেতন হতে হবে।

ধর্মান্তরণ রুখতে পরিবারের দায়িত্ব সম্পর্কে সতর্ক করে দিয়েছেন ভাগবত। তিনি বলেছেন, নিজেদের ধর্ম ও ঐতিহ্য সম্পর্কে বর্তমান প্রজন্মকে গর্ব করতে শেখান না বাবা-মায়েরা। সেই কারণেই তাঁরা নিজেদের ধর্ম সম্পর্কে উদাসীন হয়ে যান। এই জন্য শুধু বিয়ে করার জন্য ছেলেমেয়েরা নিজেদের ধর্মত্যাগ করতে দ্বিধাবোধ করেন না।

উত্তরাখণ্ডের হালদোয়ানিতে আরএসএস-এর কর্মী ও তাঁদের পরিবার-পরিজনেদের সভায় সরসংঘচালক ধর্মান্তরণের প্রবণতার বিরোধিতা করে বলেন, প্রায়ই শুনছি, আমাদের ছেলেমেয়েরা ধর্মান্তরিত হচ্ছে। কেন হচ্ছে? কীভাবে হচ্ছে? কারণ, এর পিছনে বিয়ের মতো সংকীর্ণ স্বার্থ কাজ করছে। সন্তানদের ঠিকমতো শিক্ষা দিতে পারছে না তাদের পরিবার। নিজেদের ধর্ম সম্পর্কে তাদের মধ্যে অবজ্ঞার ভাব তৈরি হচ্ছে। যেন চাইলেই এটাকে ছেড়ে দেওয়া যায়। সামাজিক স্বার্থের চেয়ে ব্যক্তিগত স্বার্থ বড় হয়ে উঠেছে। এই জন্যই এত ধর্মান্তরণের ঘটনা বেড়ে গিয়েছে।

ভাগবতের মতে, 'ধর্ম যে কেবল ব্যক্তিগত সত্তার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গি জড়িত তা-ই নয়। এটা জাতীয় জীবনের পক্ষেও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এটা ছেলেমেয়েদের বোঝাতে হবে। ধর্মীয় সংস্কারের পাঠ পরিবার থেকেই দিতে হবে। নিজের ধর্মের গৌরব সম্পর্কে নতুন প্রজন্মকে শ্রদ্ধাবান ও দায়বদ্ধ করে তুলতে হবে। ছেলেমেয়েদের অনেক প্রশ্ন আছে, থাকবে। এড়িয়ে না গিয়ে সেসব প্রশ্নের জবাব দিতে হবে। যাতে তারা ধর্ম নিয়ে বিভ্রান্তির শিকার না হয়। হিন্দু ঐতিহ্য সম্পর্কে শ্রদ্ধা ও গর্ব তৈরি হলে তবেই তাকে রক্ষা করা যাবে।'

পারিবারিক মূল্যবোধ কীভাবে গড়ে তুলতে হবে, সে সম্পর্কেও এদিন অনেক কথা বলেছেন মোহন ভাগবত। পরিবার ও সমাজ জীবনে নারী-পুরুষের সমানাধিকারের পক্ষে সওয়াল করে তিনি বলেন, আরএসএস-এর সভায় এত পুরুষ প্রাধান্য কেন? মহিলাদের অংশগ্রহণ কেন এত কম? সামাজিক ভিত পাকাপোক্ত করতে হলে পুরুষ ও মহিলাদের উপস্থিতি ও সক্রিয়তা সমান জরুরি বলে তিনি জানান। তিনি বলেন, মহিলাদের বাদ দিয়ে হিন্দু সমাজ শক্তিশালী ও উন্নত হতে পারবে না।

ভাগবতের দাবি, প্রথম থেকে সপ্তদশ শতাব্দী পর্যন্ত ভারতের আর্থসামাজিক অবস্থা ভালো ছিল। সেসময় ভারতকে সোনার পাখি বলা হত। কিন্তু মোগলদের লুঠতরাজের পর থেকে সেই সমৃদ্ধি অনেকটাই নষ্ট হয়ে গিয়েছে। ভারতকে প্রাচীন যুগের মতো সমৃদ্ধিশালী করাই বর্তমান প্রজন্মের প্রধান কাজ হওয়া উচিত।

দরজায় তালা কেন, চোরেদের চিঠি আমলাকে

ভুপাল, ১১ অক্টোবর : চোরেরা বাড়িতে ঢুকে পছন্দ মতো মূল্যবান জিনিস, বিপুল পরিমাণে টাকাপয়সা না পেয়ে বাড়ির মালিককে চিঠি লিখল চোর। মধ্যপ্রদেশের দেবাস জেলায় রবিবার এমন অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হলেন মধ্যপ্রদেশের খটেগাঁওয়ের মহকুমাশাসক ত্রিলোচন গৌড়। স্ত্রী রতলামের ম্যাজিস্ট্রেট। সম্প্রতি দুজনের ভিন জায়গায় পোস্টিং হওয়ায় বাড়ি তালাবন্ধ রেখে যেতে হয়েছিল তাঁদের। চোরেরা সব জানত। সুযোগ বুঝে দাঁও মারতে গিয়েছিল তারা। মোটা অঙ্কের মালকড়ির আশায় তালা ভেঙে ঢুকে কিন্তু হতাশ চোরেরা। পেয়েছে মাত্র ৩০ হাজার টাকা আর কিছু গয়না। তাই যাওয়ার সময় কিছুটা রসিকতা করে ক্ষোভ উগরে দিতে ছাড়েনি। চিঠি লিখে যায়। চিঠির সারমর্ম, টাকাপয়সা যখন নেই, তখন সদরে তালা ঝোলানোর দরকারটা কী? মহকুমাশাসক এফআইআর-এ চুরির ঘটনা জানানোর পাশাপাশি চিঠির কথাও উল্লেখ করেছেন।

পদবির জন্যই নিশানায় আরিয়ান : মেহবুবা

ফের জামিনে না

মুম্বই, ১১ অক্টোবর : সোমবারও জামিন হল না আরিয়ান খানের। আজ জামিনের শুনানির কথা ছিল। কিন্তু নার্কোটিক্স কন্ট্রোল ব্যুরো (এনসিবি)-র আধিকারিকরা আদালতের কাছে কিছু সময় চাইলে শুনানি বুধবার পর্যন্ত পিছিয়ে দেয় মুম্বইয়ের দায়রা আদালত।

মাদক কাণ্ডে শাহরুখপুত্র আরিয়ানের গ্রেপ্তারি নিয়ে এদিন কেন্দ্রকে তীব্র ভাষায় বিঁধেছেন জম্মু ও কাশ্মীরের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মেহবুবা মুফতি। আরিয়ানের নাম না করে তাঁর অভিযোগ, খান পদবির জন্যই আরিয়ানকে কেন্দ্রীয় সরকারের রোষানলে পড়তে হয়েছে।

আরিয়ানের ঘটনার সঙ্গে উত্তরপ্রদেশের লখিমপুর খেরিতে কৃষক হত্যার প্রসঙ্গ টেনে পিপলস ডেমোক্র্যাটিক পার্টির নেত্রীর দাবি, মূল অভিযুক্ত কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী অজয় মিশ্রর ছেলে আশিসকে আড়াল করার কত চেষ্টাই না করল নরেন্দ্র মোদি সরকার। সোমবার টুইটে মেহবুবা লেখেন, 'চার জন কৃষককে খুনের দায়ে অভিযুক্ত কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর ছেলেকে ছেড়ে দিয়ে ২৩ বছরের এক যুবকের পিছনে পড়েছে। কারণটা সহজ, তাঁর পদবি খান। বিজেপির ভোটব্যাংকের বিকৃত ইচ্ছাপূরণের জন্য মুসলিমদের নিশানা করা হচ্ছে।'

একা মেহবুবা নন। লোকসভায় কংগ্রেসের দলনেতা অধীর চৌধুরীও সোমবার আরিয়ান-শাহরুখের পাশে দাঁড়িয়ে বলেন, 'শাহরুখ খানের পরিবারের বিরুদ্ধে অন্যায় হচ্ছে, আরিয়ানকে মিথ্যা মামলায় ফাঁসানো হয়েছে।' শাহরুখ খানের ছেলের গ্রেপ্তারির পর এক সপ্তাহ কেটে গেল এই নিয়ে কোনও মন্তব্য করেননি বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। রাজ্যের মুখ্যপ্রশাসকের এই মুখে কুলুপ এঁটে থাকা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন অধীর। তাঁর কথায়, 'শাহরুখের পরিবারের সঙ্গে গত কয়েক দিনে যা ঘটেছে তা নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী কেন প্রতিবাদ করছেন না?' লখিমপুর খেরিতে কৃষক হত্যার পর থেকে বহরমপুরে লাগাতার সভাসমাবেশ চালিয়ে যাচ্ছে কংগ্রেস। এমনই একটি সভায় অধীরের প্রশ্ন, 'কিং খানকে দিদি নিজের স্বার্থে তো ব্যবহার করেছেন, আজ কেন চুপ হয়ে গেলেন!' এই নিয়ে পরে ফেসবুকেও পোস্ট দেন অধীর।

গত বৃহস্পতিবার মুম্বইয়ের আদালত আরিয়ানকে ১৪ দিন জেল হেপাজতে রাখার নির্দেশ দেয়। এর পরেই আরিয়ানের অন্তর্বর্তী জামিনের আবেদন করেন শাহরুখ নিযুক্ত আইনজীবী। শুক্রবারও আরিয়ানের জামিনের আবেদন নাকচের হয়। শনি ও রবিবার আদালত বন্ধ ছিল। সোমবার আরিয়ানের জামিন হতে পারে বলে শোনা গিয়েছিল। কারণ, শারদোৎসবের আগে ছেলেকে জেল থেকে বের করে নিয়ে আসতে মরিয়া হয়ে ওঠেন শাহরুখ। কিন্তু এদিনও শিকে ছিঁড়ল না আরিয়ানের।

এদিকে ২ অক্টোবর প্রমোদতরীর মাদক পার্টি থেকে এনসিবির আধিকারিক সমীর ওয়াংখেড়ে গ্রেপ্তার করেছিল আরিয়ানকে। বলিউডের বহু নক্ষত্রকে এর আগে সমস্যায় ফেলেছিলেন মধ্য ত্রিশের এই সরকারি আধিকারিক। কয়েক বছর আগে মুম্বই বিমানবন্দরে শুল্ক বিভাগে থাকাকালীন সমীরের পাল্লায় পড়ে কয়েক লক্ষ টাকা জরিমানা দিতে হয়েছিল আরিয়ানের বাবা খোদ শাহরুখকেও। মুম্বই পুলিশের এক কর্তার কথায়, অপরাধ জগতের মধ্যে সোর্স তৈরির দারুণ ক্ষমতা রয়েছে সমীরের। অন্য এক দল বলছে, বলিউডের ওপর বিষ নজর রয়েছে তাঁর। সেইজন্য বার বার বিপদে পড়তে হয়েছে বড় বড় নক্ষত্রকে।

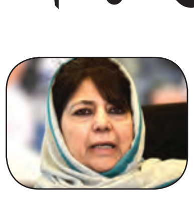

" কৃষককে খুনের দায়ে অভিযুক্ত কেন্দ্রীয় মন্ত্রী-পুত্রকে ছেড়ে ২৩ বছরের যুবকের পিছনে পড়ার কারণ হল, তাঁর পদবি খান। বিজেপির ভোটব্যাংকের বিকৃত ইচ্ছাপূরণের জন্য মুসলিমদের নিশানা করা হচ্ছে।

– মেহবুবা মুফতি

" শাহরুখের পরিবারের সঙ্গে গত কয়েক দিনে যা ঘটেছে তা নিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কেন প্রতিবাদ করছেন না? কিং খানকে দিদি নিজের স্বার্থে তো ব্যবহার করেছেন, আজ কেন চুপ হয়ে গেলেন!

– অধীররঞ্জন চৌধুরী

লখিমপুর মামলায় পুলিশ হেফাজতে মন্ত্রী-পুত্র আশিস

প্রসেনজিৎ দাশগুপ্ত

নয়াদিল্লি, ১১ অক্টোবর : লখিমপুর কাণ্ডের মূল অভিযুক্ত আশিস মিশ্রকে ৩ দিনের পুলিশ রিমান্ডে রাখার নির্দেশ দিল আদালত। সোমবার লখিমপুর জেলা আদালতে এই মামলার শুনানি হলে আশিস মিশ্রকে ১৪ দিনের পুলিশ হেপাজতে নেওয়ার আর্জি জানান যোগী রাজ্যের পুলিশ। তাদের যুক্তি এখনও জেরা সম্পূর্ণ হয়নি আশিসের। তাঁকে আরও কিছু জরুরি প্রশ্ন করতে চায় পুলিশ। এর প্রতিবাদ করেন আশিস মিশ্রর আইনজীবী অবধেশ কুমার। তাঁর যুক্তি, টানা ১২ ঘণ্টা ম্যারাথন জেরা করা হয়েছে আশিসকে। তার পরেও কেন পুলিশ সন্তুষ্ট নয়? তারা কি আশিসের ওপর এবার বলপ্রয়োগ করতে চায়। সরকার পক্ষের আইনজীবী এসপি যাদবের পালটা জবাব, সব প্রশ্নের উত্তর দেননি আশিস। জেরার সময়ে অসহযোগিতাও করেছেন তিনি। উত্তরপ্রদেশ পুলিশের 'সিট' সূত্রে জানা গিয়েছে, আশিসের অনেক উত্তরের মধ্যে অসংগতি ধরা পড়েছে। ঘটনার পর তিনি কোথায় গা ঢাকা দিয়েছিলেন, তা নিয়ে নানারকম উত্তর দিয়ে তিনি পুলিশকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করছেন বলে অভিযোগ। এর পরেই অভিযুক্ত আশিস মিশ্রকে আরও তিনদিন পুলিশ রিমান্ডে রাখার নির্দেশ দেয় লখিমপুর জেলা আদালত।

উত্তরপ্রদেশের লখিমপুর খেরিতে নিহত কৃষক কাণ্ডের জেরে শনিবারই উত্তরপ্রদেশ পুলিশ কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অজয় মিশ্রর ছেলে আশিস মিশ্রকে গ্রেপ্তার করে। এর আগে আশিসকে লখিমপুর খেরির ঘটনা নিয়ে ১২ ঘণ্টারও বেশি সময় ধরে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। পুলিশ জানিয়েছে যে, অভিযুক্ত আশিস মিশ্রর কথাবার্তা অসংলগ্ন ছিল এবং সেই পুলিশের সঙ্গে সহযোগিতা করেনি। ইউপি পুলিশের শীর্ষস্থানীয় সূত্রের খবর, গত রবিবারের ঘটনা সম্পর্কে বহু তথ্যের সঠিক ব্যাখ্যা দিতে ব্যর্থ হয় আশিস মিশ্র। সাক্ষীরা জানিয়েছেন, ঘটনার পর থেকেই নিখোঁজ হয়ে যায় আশিস। যদিও লখিমপুরের ঘটনায় দুপুর ২ টো থেকে বিকেল ৪টে পর্যন্ত অকুস্থলেই উপস্থিত ছিল মন্ত্রীপুত্র, প্রমাণস্বরূপ অপরাধের ঘটনার খুব কাছেই তার ফোন লোকেশন পাওয়া যায়। আশিস মিশ্র গাড়ির চালকের যা বর্ণনা দিয়েছে, যে কৃষকদের গাড়ি চাপা দিয়েছে, তার সঙ্গে মেলে না। এদিন ফের আশিস মিশ্রকে ৩ দিনের পুলিশ রিমান্ডে রাখার নির্দেশ দিল আদালত।

এদিন লখিমপুর কাণ্ডের প্রতিবাদে মহারাষ্ট্রজুড়ে ১২ ঘণ্টার বনধের ডাক দেয় মহা বিকাশ আঘারি (এমভিএ)। সর্বাত্মক প্রভাব ফেলে এই বনধ। বন্ধ থাকে দীর্ঘক্ষণ বাজারহাট, যানবাহন, পরিষেবাও। মহারাষ্ট্রের উদ্ধব ঠাকরে সরকারও এই বনধকে স্বাগত জানিয়েছে। এদিন বিজেপি সাংসদ বরুণ গান্ধির বক্তব্যকে খোলাখুলি সমর্থন করেছে শিবসেনা। শিবসেনার দলীয় মুখপত্র 'সামনা'তে বরুণের বক্তব্য তুলে ধরে তাঁর ভূয়সী প্রশংসা করা হয়।

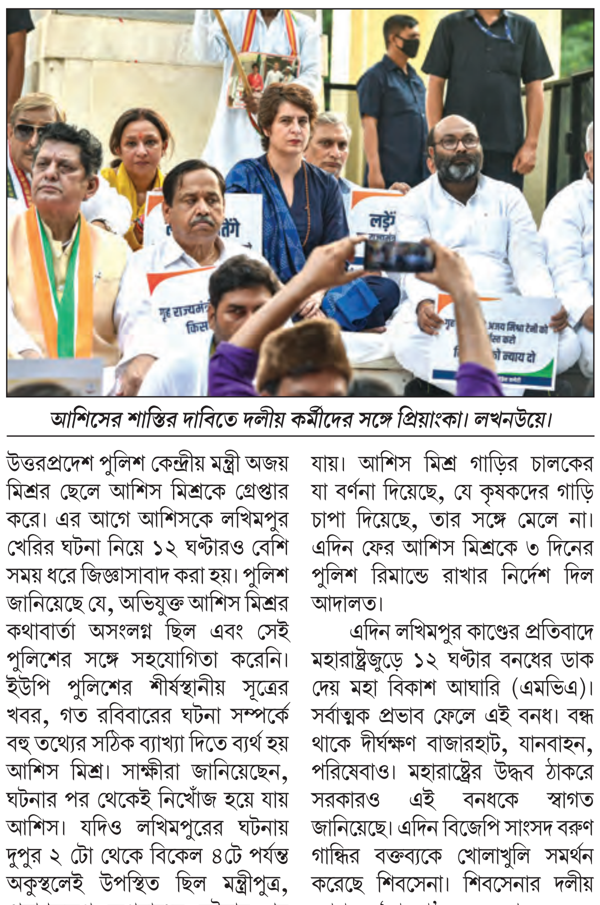

আশিসের শাস্তির দাবিতে দলীয় কর্মীদের সঙ্গে প্রিয়াংকা। লখনউয়ে।

মোদিকে ফোন বরিসের

নয়াদিল্লি, ১১ অক্টোবর : করোনার বিরুদ্ধে লড়াইয়ে ভারতের পাশে থাকবে ব্রিটেন। সোমবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে ফোন করে একথা জানান ব্রিটেন প্রধানমন্ত্রী বরিস জনসন। যেসব ভারতীয় নাগরিক কোভিশিল্ডের ২টি ডোজ নিয়ে ব্রিটেনে যাবেন তাঁরা টিকাগ্রহণকারী হিসাবে স্বীকৃতি পাবেন। এক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট গ্রহীতাদের কাছে কোউইনের মাধ্যমে প্রাপ্ত সংশাপত্র থাকতে হবে। ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীর দপ্তর থেকে জারি বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, আফগানিস্তান নিয়ে দুই শীর্ষ নেতার মধ্যে কথা হয়েছে। তালিবান ইস্যুতে আন্তর্জাতিক সমন্বয়ের পক্ষপাতী ভারত, ব্রিটেন। এদিনের আলোচনা প্রসঙ্গে এক টুইট বার্তায় মোদি জানান, জনসনের সঙ্গে তাঁর ভারত-ব্রিটেন অ্যাজেন্ডা ২০৩০ নিয়ে আলোচনা হয়েছে। গ্লাসগোয় আসন্ন জলবায়ু সম্মেলন এবং আফগানিস্তান ইস্যুতে তাঁরা মত বিনিময় করেন।

বিজেপি ছাড়লেন উত্তরাখণ্ডের মন্ত্রী

নয়াদিল্লি ও নৈনিতাল, ১১ অক্টোবর : বিধানসভা ভোটের আগে উত্তরাখণ্ডে বিজেপির দুর্গে ফাটল ধরাল কংগ্রেস। সোমবার বিজেপি ছেড়ে কংগ্রেসে যোগ দিয়েছেন প্রবীণ বিজেপি নেতা যশপাল আর্য। রাজ্য সরকারের পরিবহণমন্ত্রী ছিলেন তিনি। মন্ত্রী পদে ইস্তফা দেওয়া তাঁর বিধায়ক পুত্র সঞ্জীব আর্যও যোগ দিয়েছেন। এদিন দিল্লিতে হরিশ রাওয়াত, রণদীপ সুরযেওয়ালা এবং কেসি বেণুগোপালের উপস্থিতিতে কংগ্রেসে যোগ দেন। আগামী বছর উত্তরপ্রদেশ, পঞ্জাব, গোয়ার পাশাপাশি উত্তরাখণ্ডে বিধানসভা নির্বাচন।

সম্প্রতি একের পর এক নেতার দলত্যাগের জেরে পঞ্জাব ও গোয়ায় জোর ধাক্কা খেয়েছে কংগ্রেস। প্রাক নির্বাচনি জনমত সমীক্ষায় উত্তরপ্রদেশ, উত্তরাখণ্ড দুই রাজ্যেই বিজেপির এগিয়ে থাকার ইঙ্গিত রয়েছে। তবে কংগ্রেস যে সহজে হাল ছাড়বে না, শীর্ষ নেতৃত্বের তরফে সেই বার্তা দেওয়ার চেষ্টা হচ্ছে। উত্তরপ্রদেশে কৃষক মৃত্যুকে সামনে রেখে আন্দোলনে নেমেছেন প্রিয়াঙ্কা গান্ধি। এবার উত্তরাখণ্ডে দুই বিজেপি বিধায়ককে দলে টেনে বিজেপিকে ধাক্কা দেওয়ার চেষ্টা করল কংগ্রেস। এদিন রাহুল গান্ধির সঙ্গে দেখা করেন যশপাল। তিনি যোগ দেওয়ায় বিধানসভা ভোটের আগে রাজ্যে দলের পাল্লা ভারী হল বলে কংগ্রেস নেতাদের দাবি। কেসি বেণুগোপাল বলেন, 'যশপালের যোগদান আদতে ঘর ওয়াপসি। ২০০৭-২০১৪ পর্যন্ত উত্তরাখণ্ডের প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি ছিলেন তিনি। যশপালের ঘরে ফেরা থেকে বোঝা যাচ্ছে সেখানে হাওয়া কোন দিকে বইছে।'

জম্মুতে হত সেনাকর্তা সহ ৫

শ্রীনগর, ১১ অক্টোবর : দুর্গা পুজোর ষষ্ঠীতে দেশবাসীর কাছে খারাপ খবর। ফের উপত্যকায় জঙ্গিদের হামলা। প্রাণ হারালেন ভারতীয় সেনার ৫ জওয়ান। কিছুদিন আগে কাশ্মীরে জোড়া জঙ্গি হানায় প্রাণ হারিয়েছিলেন উপত্যকার সাধারণ মানুষ। কাশ্মীর পণ্ডিত থেকে শিখ শিক্ষকরা জঙ্গিদের বলি হয়েছেন। কেন্দ্রীয় সরকার কঠোর হাতে জঙ্গিদমনের কথা বললেও প্রাণ বাঁচাতে উপত্যকা ছাড়ছেন পণ্ডিত শিখরা। এরই মাঝে ফের জঙ্গিদের হাতে প্রাণ গেল সেনাদের।

সোমবার উৎসবের মধ্যেই জঙ্গি হামলায় মৃত্যু হল এক জুনিয়ার কমিশনড অফিসার (জেসিও) সহ ৫ সেনার। এদিন সকালে জম্মুর পুঞ্চে জঙ্গিদমন অভিযানের সময় সেনার ওপর হামলা চালায় জঙ্গিরা। বেশ কিছুক্ষণ দু'পক্ষের মধ্যে গোলাগুলি বিনিময় হয়। সংঘর্ষে সেনাবাহিনীর ৫ জন গুরুতর জখম হন। পরে তাঁদের মৃত্যু হয়।

জঙ্গিদের জড়ো হওয়ার খবর পেয়ে সোমবার সকালে সুরানকোটের ডেরা কি গলিতে অভিযান চালায় সেনা। তখনই তাদের ওপর এলোপাতাড়ি গুলি চালাতে শুরু করে জঙ্গিরা। পালটা জবাব দেয় সেনাও। তবে জঙ্গিদের মধ্যে কেউ হতাহত হয়েছে কিনা, সেটা জানা যায়নি।

সেনা সূত্রে খবর, প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র সহ এক দল জঙ্গি নির্দিষ্ট একটি এলাকায় লুকিয়ে রয়েছে খবর পাওয়ার পর সেখানে অভিযান চালানো হয়। জঙ্গিরা চার্মার জঙ্গলে আশ্রয় নিয়েছে বলে খবর পাওয়া গিয়েছিল। তারা সংখ্যায় কতজন ছিল, সেটা জানা যায়নি। জঙ্গলের মধ্য দিয়েই তারা সীমান্তের দিকে পালিয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে। জঙ্গিদের খোঁজে রাতভর অভিযান চলবে বলে জানা গিয়েছে।

অন্যদিকে এদিন সকালে দুটি আলাদা ঘটনায় অনন্তনাগ ও বান্দিপোরায় যৌথ বাহিনীর সঙ্গে সংঘর্ষে মৃত্যু হয় দুই জঙ্গির। তারা পাকিস্তানের মদতপুষ্ট সংগঠন লস্কর-ই-তৈবার সঙ্গে যুক্ত ছিল বলে জানা গিয়েছে। টুইটে এই তথ্য জানিয়েছে কাশ্মীর পুলিশ। বান্দিপোরায় নিহত জঙ্গির নাম ইমতিয়াজ বলে জানা গিয়েছে। সম্প্রতি বান্দিপোরায় সাধারণ নাগরিক হত্যার ঘটনাতেও এই ইমতিয়াজ জড়িত ছিল বলে দাবি পুলিশের।

গত সপ্তাহ জুড়ে আতঙ্কে রয়েছেন উপত্যকার বাসিন্দারা। ৫ দিনে ৭ জনকে জঙ্গি হামলার বলি হতে হয়েছে। জঙ্গিদের এতটুকু জায়গা না দিতে তেড়েফুঁড়ে লেগেছে সেনা ও পুলিশ। সেনা অভিযানের মুখে পড়ে মরণকামড় দিতে চাইছে জঙ্গিরাও। আর তার জেরেই আজ মৃত্যু হল ৫ জওয়ানের। এদিকে লাদাখে প্রকৃত নিয়ন্ত্রণরেখায় শান্তি ফেরানোর আলোচনা ভেস্তে গেল চিনের অসহযোগিতায়। উলটোদিকে প্রায় একই সময়ে জঙ্গি হামলার জেরে রক্ত ঝরল জম্মুতে যা ভারতের চিন্তার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে।

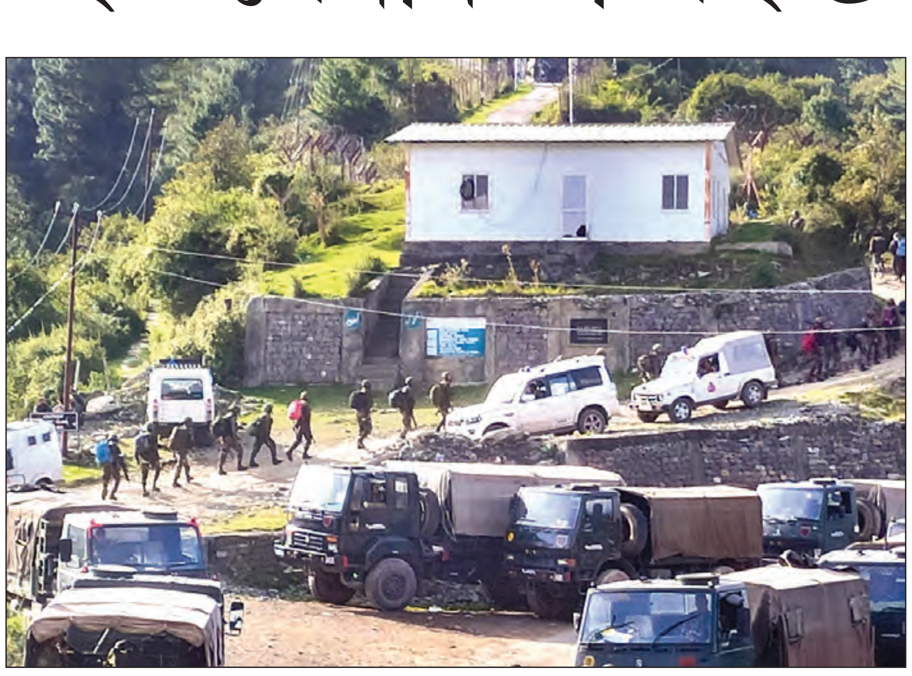

সেনা-জঙ্গির এনকাউন্টার এলাকায় জওয়ানদের ভিড়। সোমবার জম্মুর পুঞ্চে। –পিটিআই

কয়লা সংকট নিয়ে বৈঠক অমিত শা'র

নয়াদিল্লি, ১১ অক্টোবর : কয়লা সংকটে ভারত। ইতিমধ্যেই বিভিন্ন রাজ্যে এর কারণে উদবেগ প্রকাশ করা হয়েছে। তবু কেন্দ্র তা মানতে চাইছে না। তুড়ি মেরে উড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করলেও সোমবার বিদ্যুৎ কেন্দ্রে কয়লার মজুত কমে যাওয়া নিয়ে উদ্বেগের মধ্যে সংশ্লিষ্ট দপ্তরগুলির মন্ত্রীদের সঙ্গে বৈঠক করলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা।

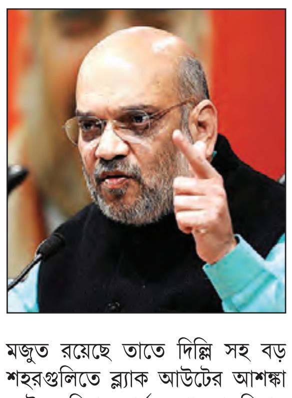

সোমবারের বৈঠকে কয়লামন্ত্রী প্রহ্লাদ যোশি এবং শক্তিমন্ত্রী আরকে সিং ছাড়াও দুই মন্ত্রকের পদস্থ আধিকারিকরা উপস্থিত ছিলেন। এনটিপিসির একাধিক কর্তাও আলোচনায় অংশ নেন। গত কয়েকদিন ধরে দিল্লি, পঞ্জাব, হরিয়ানা, রাজস্থান, তামিলনাড়ু, ওড়িশার মতো রাজ্য সেখানকার বিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলিতে মজুত কয়লা ফুরিয়ে আসছে বলে দাবি করছে। কেন্দ্রের তরফে পর্যাপ্ত কয়লার জোগানোর আশ্বাস দেওয়া হলেও উদ্বেগ কাটছে না। কয়লার জোগান স্বাভাবিক রাখতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে চিঠি লিখেছেন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল। এই পরিস্থিতিতে সোমবার অমিত শা'র নেতৃত্বে বৈঠক গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে।

কয়লামন্ত্রক জানিয়েছে, বিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলিতে যে পরিমাণ কয়লা মজুত রয়েছে তাতে দিল্লি সহ বড় শহরগুলিতে ব্ল্যাক আউটের আশঙ্কা নেই। রবিবার পর্যন্ত পাওয়া হিসাব অনুযায়ী, বিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলিতে ৭২ লক্ষ টন কয়লা মজুত রয়েছে। এছাড়া কোল ইন্ডিয়ার ভাঁড়ারে আছে আরও ৪ কোটি টন কয়লা। এই কয়লা দ্রুত বিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলিতে পাঠানোর ব্যবস্থা করা হচ্ছে। কিছুদিন ধরে চিনে বিদ্যুতের ঘাঁটতি প্রকট আকার নিয়েছে। যার ফলে সেখানে বহু কলকারখানা বন্ধ হয়ে গিয়েছে। চিনের বিদ্যুৎ সংকটের জেরে আন্তর্জাতিক অর্থনীতিতে মন্দার ছায়া গভীর হয়েছে। ভারতে বিদ্যুতের অভাবে উৎপাদন ব্যাহত হলে পরিস্থিতি জটিল হবে। কয়লা ও শক্তিমন্ত্রকের কর্তাদের সঙ্গে বৈঠকে এদিন সামগ্রিক পরিস্থিতি পর্যালোচনা করেন অমিত শা।

ভারত-চিন সীমান্ত সেনা বৈঠক নিষ্ফলা

লে, ১১ অক্টোবর : ভারতীয় ও চিনা সেনার ১৩তম বৈঠকের পরেও পূর্ব লাদাখ নিয়ে জট কাটার লক্ষণ নেই। রবিবার চিন নিয়ন্ত্রিত মলডোয় দুই বাহিনীর কোরকমান্ডার স্তরের বৈঠকের সাড়ে ৮ ঘণ্টার বৈঠক শেষে ভারতীয় সেনার তরফে এক বিবৃতিতে আলোচনা ফলপ্রসূ না হওয়ার কথা জানানো হয়। সম্প্রতি সেনার তরফে আলোচনা ব্যর্থ হওয়ার কথা প্রকাশ্যে জানানো নজিরবিহীন। পর্যবেক্ষকদের মতে, সীমান্ত ইস্যুতে ভারত যে নিজের অবস্থানে অনড়, বিবৃতি জারির মাধ্যমে পরোক্ষে সেই বার্তা দিয়েছে সেনা।

প্রতিরক্ষামন্ত্রকের বক্তব্য, 'আমাদের আশা চিন দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের গুরুত্ব বিচার করে সীমান্ত সমস্যা দ্রুত সমাধানে উদ্যোগী হবে। দু'দেশের মধ্যে যেসব চুক্তি হয়েছে সেগুলি মেনে চলবে।' সেনা সূত্রে খবর, মলডোয় ভারতের তরফে চিনকে নির্দিষ্ট কিছু প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল। চিন সেগুলি মানতে রাজি হয়নি। যার জেরে আলোচনা ভেস্তে যায়। সেনা প্রত্যাহারের বিষয়ে একমত না হলেও দু'পক্ষ সীমান্ত উত্তেজনা নিয়ন্ত্রণে রাখার ব্যাপারে একমত হয়েছে। অন্যদিকে, চিনের তরফে পালটা বিবৃতিতে দাবি করা হয় কোরকমান্ডারদের বৈঠকে ভারত যেসব প্রস্তাব দিয়েছিল সেগুলি অযৌক্তিক এবং ভিত্তিহীন।

চিনা সেনার এক মুখপাত্র জানান, নিজেদের সার্বভৌমত্ব বজায় রেখে চিন সীমান্ত সমস্যা সমাধান করতে চায়। ভারত পরিস্থিতির ভুল ব্যাখ্যা করছে। ভারতীয় সেনা সীমান্তে উত্তেজনা জিইয়ে রাখতে চাইছে বলে ওই মুখপাত্র অভিযোগ করেন। প্রতিরক্ষা সূত্রে জানা গিয়েছে, প্যাংগং, গোগরা ও গালওয়ান এলাকায় যে বাফার জোন তৈরি হয়েছে ভারত তাকে সীমান্ত সমস্যার স্থায়ী সমাধান বলে মনে করছে না। কারণ, এর ফলে ওইসব এলাকায় ৩ থেকে ১০ কিলোমিটার পর্যন্ত এলাকায় ভারতীয় সেনার নিয়মিত টহলদারি বন্ধ হয়ে যাবে। চিন বাফার জোনকে সীমান্ত সমস্যার স্থায়ী সমাধান বলে মনে করছে। তারা হটস্প্রিং অঞ্চলে বাফার জোন তৈরি করছে চাইছে। সূত্রটি জানিয়েছে, রবিবারের বৈঠকে ডেপসাং ও ডেমচেক নিয়ে আলোচনা করতে চাননি চিনা প্রতিনিধিরা। ওই দুই এলাকায় চিনারা কৌশলগতভাবে সুবিধাজনক অবস্থায় রয়েছে। গালওয়ান সংঘর্ষের রেশ ধরে চিন যে সীমান্তে চাপ অব্যাহত রাখতে চাইছে বৈঠকের গতিপ্রকৃতি থেকে তা স্পষ্ট বলে মনে করছে ভারতীয় পক্ষ।

অমিতের মোদি প্রশংসাকে ঠাট্টা নাভ্রাতিলোভার

নয়াদিল্লি, ১১ অক্টোবর : অমিত শা'র মুখে নরেন্দ্র মোদির প্রশংসাকে শ্লেষে বিঁধলেন প্রবাদপ্রতিম প্রাক্তন টেনিস তারকা মার্টিনা নাভ্রাতিলোভা।

এক সর্বভারতীয় চ্যানেলে অমিত শা বলেছিলেন, মোদির মতো গণতান্ত্রিক নেতা আর একজনও নেই। 'মোদি আমার দেখা সবচেয়ে গণতান্ত্রিক নেতা। মোদি বলেন কম, শোনেন বেশি।' এ যাবত তাঁকে মূলত বক্তৃতা দিতেই দেখা গিয়েছে বেতার, টিভি এবং সভাসমাবেশে।

এই প্রেক্ষিতে মোদি সম্পর্কে অমিতের প্রশংসাসূচক মন্তব্যকে স্রেফ ঠাট্টা বলেই মনে হয়েছে মার্টিনার। তিনি তাঁর সংক্ষিপ্ত টুইটে হাসির ইমোজি সহ 'এবার আমার

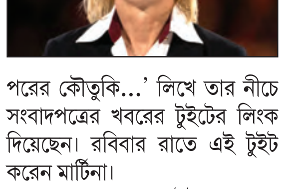

পরের কৌতুকি...' লিখে তার নীচে সংবাদপত্রের খবরের টুইটের লিংক দিয়েছেন। রবিবার রাতে এই টুইট করেন মার্টিনা।

এর আগে জেএনইউ পড়ুয়াদের ওপর পুলিশি হামলা, মোদি-ট্রাম্পের বন্ধুত্ব, কৃষক বিক্ষোভ ইত্যাদি বিষয়ে টুইট করতে দেখা গিয়েছে মার্টিনাকে। প্রতি বারই তাঁর সমালোচনার লক্ষ্য ছিল মোদি সরকার। এর জন্য যেমন তাঁর প্রশংসা জুটেছে, তেমনই ট্রোলডও হতে হয়েছে নেটিজেনদের কাছে।পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী ইমরান খানকেও বেশ কয়েকবার তীক্ষ্ণ সমালোচনা করেছেন মার্টিনা।

অর্থনীতিতে নোবেল তিন আমেরিকাবাসীর

ওয়াশিংটন, ১১ অক্টোবর : ডেভিড কার্ড, জোশুয়া ডি অ্যাংরিস্ট ও গুইডো ডবলিউ ইমবেনস। অর্থনীতিতে নোবেল সম্মান পেলেন ৩ জন। সকলে মার্কিন নাগরিক। অ্যাংরিস্ট জন্মসূত্রে ইজরাইলি। ইমবেনসের জন্ম ডেনমার্কে। সুইডিশ অ্যাকাডেমির নোবেল কমিটির তরফে জারি বিবৃতিতে বলা হয়েছে, শ্রম অর্থনীতি নিয়ে গবেষণার জন্য নোবেল পাচ্ছেন ইউনিভার্সিটি অফ ক্যালিফোর্নিয়ার অধ্যাপক-গবেষক কার্ড। গতশতকের নয়ের দশকে ন্যূনতম মজুরি সংক্রান্ত একাধিক প্রতিষ্ঠিত ধারণার সীমাবদ্ধতা তুলে ধরেন তিনি। পরবর্তীকালে অভিবাসন, শিক্ষা সংক্রান্ত ক্ষেত্রেও তাঁর গবেষণা গুরুত্ব পেয়েছে।

কার্ডের গবেষণায় বোঝা গিয়েছে, অভিবাসনের ফলে রাষ্ট্রীয় অর্থনীতি ক্ষতিগ্রস্ত হয় না। এক্ষেত্রে আমেরিকা ও কানাডাকে ভিত্তি হিসাবে ব্যবহার করেন কার্ড। তিনি দেখান, আমেরিকা ও কানাডায় বিভিন্ন সময় যে অভিবাস ঘটেছে তাতে ওই দু'দেশের অর্থনীতি ক্ষতির পরবর্তে সমৃদ্ধ হয়েছে। বাইরে থেকে শ্রমিকদের আগমনের ফলে আমেরিকায় কাজের নতুন সুযোগ তৈরি হয়েছে। তাঁর শিক্ষামূলক গবেষণায় দেখা যায়, একটি শিক্ষার্থী গোষ্ঠীর ক্ষেত্রে যদি কোনও বিশেষ ধরনের শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা হলে সংশ্লিষ্ট শিক্ষার্থীদের সকলে সমান দক্ষতায় বিষয়টি আত্মস্থ করতে পারে না। এর ফলে শিক্ষার্থীদের একাংশ লাভবান হলেও বাকিরা ক্রমশ পিছিয়ে পড়তে থাকে। কার্ডের মতে, যদি গোষ্ঠী শিক্ষার বদলে সামগ্রিক শিক্ষায় নজর দেওয়া হয় তাহলে তার প্রভাব অনেক বেশি হয়।

অন্যদিকে, ম্যাসাচুসেটস ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজির অধ্যাপক অ্যাংরিস্ট এবং অর্থনীতি বিষয়ক পত্রিকা ইকোনোমেট্রিক্সের সম্পাদক ইমবেনসের গবেষণার বিষয় হল 'ক্যাজুয়াল রিলেশনশিপ'। এর মাধ্যমে অর্থনীতিতে কার্য-কারণের সঙ্গে ভিত্তি এবং উৎপাদন সম্পর্কের ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। নোবেল প্রাইজ কমিটির প্রধান পিটার ফ্রেডিরিকসন জানান, অর্থনীতির পদ্ধতিগত আলোচনায় কার্ড, অ্যাংরিস্ট এবং ইমবেনসের গবেষণা গোটা বিশ্বকে সমৃদ্ধ করেছে। তাঁদের বিশ্লেষণ এমন কিছু মৌলিক প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে সাহায্য করেছে যাতে সমাজ গভীরভাবে উপকৃত হয়েছে।

নাগরিকদের কাবুলের হোটেল ছাড়ার পরামর্শ আমেরিকার

কাবুল, ১১ অক্টোবর : মসজিদের পর এবার কাবুলের এক অভিজাত হোটেলকে নিশানা করতে পারে আইএস-কে জঙ্গিরা। সোমবার এ ব্যাপারে তাদের নাগরিকদের সতর্ক করল আমেরিকা ও ব্রিটেন। মার্কিন বিদেশমন্ত্রকের তরফে জারি বিবৃতিতে বলা হয়েছে, কাবুলের সেরেনা হোটেল এবং তার আশপাশের এলাকায় যে আমেরিকানরা রয়েছেন তাঁরা যেন দ্রুত সম্ভব অন্যত্র চলে যান। ব্রিটেনের বিদেশমন্ত্রকও সেরেনা ছেড়ে নাগরিকদের চলে যাওয়ার পরামর্শ দিয়েছে। বর্তমান পরিস্থিতিতে ব্রিটিশ নাগরিকদের আফগানিস্তানে যাওয়া উচিত নয় বলে জানিয়েছে বোরিস জনসনের সরকার।

কাবুলের অন্যতম বিলাসবহুল হোটেল সেরেনা। কাবুলে থাকার জন্য বিদেশিদের অনেকে এই হোটেলটিকে বেছে নেন। গণতান্ত্রিক সরকার ক্ষমতায় থাকার সময় আফগান রাজধানীর অন্যতম নিরাপদ অঞ্চল ছিল এটি। গত কয়েকসপ্তাহে কাবুলে একাধিকবার হামলা ও কুন্দুজের মসজিদে হামলার দায় স্বীকার করেছে আইএস। এখনও বিভিন্ন প্রকল্প ও সাংবাদিকতার সূত্রে কয়েকহাজার বিদেশি আফগানিস্তানে রয়েছেন। তাঁদের বড়ো অংশ আমেরিকান। মার্কিন বিদেশমন্ত্রকের মুখপাত্র নেড প্রাইস বলেন, 'মার্কিন, অন্যান্য বিদেশি নাগরিক এবং আমাদের আফগান অংশিদারদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে। তালিবানের উচিত তাদের প্রতিশ্রুতি পালন করা। শুধু মুখের কথায় কাজ হবে না।'